প্রবাসীর মৃত্যুদেহ পৌছালো হরিণাকুণ্ডুর নিজবাড়িতে

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রবাসী এক যুবকের লাশ এসে পৌছেছে নিজ গ্রাম খলিশাকুণ্ডুতে।

শনিবার (৩০ আগষ্ট) সকালে এই মরদেহটি পৌছালে গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। মরদেহটি ওই গ্রামের মানোয়ার হোসেনের পুত্র রুবেলের বলে জানান স্বজনরা।

একটু সুখের আশায় গত রমজানের শুরুর দিকে রুবেল সৌদি আরব প্রবাসী হন। দুই সস্তানের জনকের এই অকাল মৃত্যুতে পুরা পরিবার জুড়ে হতাশা ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা নেমে এসেছে।

স্বজনরা জানান, রুবেলের সহকর্মী ঝিনাইদহের শৈলকূপা’র প্রবাসী গোলাম মোওলা তাদের কাছে প্রথমে গত ১৬আগস্ট ফোন করে জানান রুবেল অসুস্থ, তারপরের দিন ১৭ আগষ্ট সকাল ১০ ঘটিকার সময় মৃত্যুর সংবাদ দেন। এসব কথা বলেন রুবেলের শ্যালক আরাফাত হোসেন। তিনি আরো জানান তাদের পরিবার সমস্থ খরচ বহন করে এনজিও থেকে ঋন করে দুলাভাইকে বিদেশ পাঠিয়েছিলাম।

পরিবার সূত্রে আরও জানা যায়, রুবেল একটি বিল্ডিংয়ের কাজে নিয়োজিত ছিলো। কাজ করার সময়ে ক্রেনের ধাক্কায় ওয়াল চাপা পড়ে তার অকাল মৃত্যু হয়। বিদেশের মাটিতে রুবেলের মৃত্যুর ১৩পর ৩০ আগষ্ট শনিবার পরিবারের কাছে লাশটি এসে পৌছায়। জানা যায় ওই পরিবারে তিনিই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তাকে হারিয়ে পরিবারটি গভীর ভাবে শোকাহত ও সংকটে পড়েগেল।

এবিষয়ে তাহেরহুদা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনজুর রাশেদ বলেন, এটি একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা। ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে এই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে থেকে তাদের সার্বিক সহোযোগিতার আশ্বাস দেন।

নুরের উপর হামলা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা না, এটি সুগভীর ষড়যন্ত্র

নুরুল হক নুরের উপর হামলা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা না, এটি সুগভীর ষড়যন্ত্র ও একটি চক্রান্তের একটি অংশ বলে মন্তব্য করেছেন এ্যাটর্নী জেনারেল অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামান।

শনিবার (৩০ আগষ্ট) দুপুরে ঝিনাইদহে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

নুরের উপর হামলা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক উল্লেখ করে এ্যাটর্নী জেনারেল বলেন, জাতীয় পার্টি ১৯৮২ সাল থেকে ৯০ সাল পর্যন্ত মানুষের রক্তের সাথে বেঈমানী করেছে। তারা জুলাই বিপ্লবে আওয়ামী লীগকে সহযোগীতা করেছে। তারা তাদের পুরোনো ইতিহাস উন্মোচন করেছে। তাই নিষিদ্ধের যে দাবী উঠেছে তা আইনগত দিক যাচাই বাছাই করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এর আগে সকাল ১০ টায় ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের পাশে টেলিভিশন সেন্টার পাড়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধন করেন এ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। পরে শহরের সরকারি কেশবচন্দ্র (কেসি) মহাবিদ্যালয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এএসএম আমানুল্লাহ’র সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক কেন্দ্র সমন্বয় দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) নাজিম উদ্দিন আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. আবু বকর সিদ্দিকী, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএ মজিদ, জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর, গণঅধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন প্রমূখ।

ঝিনাইদহে বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুত্রুবার সকালে শহরের ঝিনাইদহ কলেজ প্রাঙ্গনে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস।

সেসময় চেম্বার অব কর্মাসের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন, পৌর বিএনপি’র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান রিপন, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মানিক, পৌর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদুল ইসলাম মিলন, ড্যাব নেতা ডাঃ হাসানুজ্জামানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের আয়োজনে দিনব্যাপী শহরের বিভিন্ন এলাকার ৩ শতাধিক রোগীকে বিনামুল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ঔষধ দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন, ঝিনাইদহ ও মাগুরার হাসপাতালের ডাঃ আসিফ হোসেন, ডাঃ তারিন শুভ, ডাঃ প্রান্ত, ডাঃ জোহান হোসেনসহ ৪ জন চিকিৎসক।

বিনামুল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ঔষধ পেয়ে সস্তুষ্টি প্রকাশ করেন হতদরিদ্র মানুষেরা।

ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিভাজন

বিএনপিতে, একক প্রার্থী জামায়াতে

ছয়টি উপজেলা ও ৬ টি পৌরসভা নিয়ে ঝিনাইদহ জেলায় চারটি সংসদীয় আসন গঠিত। এর আসন গুলো হলো- ঝিনাইদহ-১ (শৈলকূপা), ঝিনাইদহ-২ (সদর-হরিণাকুণ্ডু), ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) ও ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ- সদর আংশিক)।

জেলা নির্বাচন অফিসের প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ঝিনাইদহের ৪টি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ১৫ লাখ ৮৬ হাজার ৬৭৮জন। ভোট কক্ষ-৩হাজার ৫২৪টি ও ভোট কেন্দ্র-৫৯৮টি। আজ তুলে ধরবো ঝিনাইদহ-৪।
ঝিনাইদহ -৪ (সদরের আংশিক ও কালীগঞ্জ)
কালীগঞ্জ উপজেলার ১১টি এবং ঝিনাইদহ সদরের ফুরসন্ধি, নলডাঙ্গা, ঘোড়শাল ও মহারাজপুর ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ঝিনাইদহ-৪। এই আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৪৪ হাজার ০৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৭৩ হাজার ৬৭২ জন ও নারী ভোটার ১ লাখ ৭০ হাজার ৩২৯ জন। এ আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৬ জন। ভোট কেন্দ্র ১২১টি।
জেলার চারটি সংসদীয় আসনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আসন কালীগঞ্জ। এই আসনে বিএনপির একাধিক প্রার্থী দলীয় মনোনয়নের জন্য যোগায়োগ ও তদবীর শুরু করেছেন। দলীয় কর্মসূচির পালনেও বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীরা ভোটের মাঠের হিসেবনিকেশ কষছেন। নিজ নিজ প্রভাব ও অবস্থান জানান দিতে চলছে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের শোডাউন। এমনকি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সমর্থকরা একাধিকবার সংঘর্ষেও জড়িয়েছেন।

এই আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ। এ আসনে বিএনপির তৃণমূলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি। পেয়েছেন তুমুল জনপ্রিয়তা। তবে এই আসনে বিএনপির সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে রয়েছে উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম। তিনিও ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছেন জোরেসোরে। স্থানীয় একটি গ্রুপের মাঝে তার রয়েছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা, বিগত সরকারের আমলে তিনি অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এই আসনে অপর সম্ভাব্য প্রর্থী ঝিনাইদহ জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্য সচিব

যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীদের ভোট দিতে চান। তারা বলছেন, পেশিশক্তি প্রদর্শনকারী, ভয়ভীতি দেখানো, টেন্ডারবাজ, দুর্নীতিবাজ ও অসৎ প্রভাবশালী প্রার্থীদের তারা ভোটের মাধ্যমেই জবাব দিবেন। বিগত সময়ে এই আসনটি বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রতিযোগীতা হয়ে আসছে। এবার যেহেতু আওয়ামী লীগ মাঠে নাই সেকারণে বিএনপি জনসর্মথনে একটু এগিয়ে থাকলেও দলীয় কোন্দলে নিজেরা বিপর্যস্ত। এই অবস্থা চলতে থাকলে নির্বাচনে জামায়াত বা বিকল্প কোন প্রার্থীর ভাল করার সম্ভাবনা থাকবে।

ওঝাগিরি নিষেধ জেনেও ঝিনাইদহে সাপ নিয়ে খেলা

ঝিনাইদহে সাপের কামড়ে গত কয়েক বছরে রেকর্ড সংখ্যক মৃত্যু হয়েছে। মৃত রোগীদের সবাইকেই সাপে কামড়ালে হাসপাতালে না নিয়ে ওঝার কাছে নিয়ে ঝাড়-ফুক করা হয়েছে।

সাপে কামড়ালে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাসপাতালে পৌছে চিকিৎসা নিলে রোগীর মৃত্যুর শঙ্কা থাকেনা। সাপে কামড়ানো রোগীর মৃত্যুর কারণ সময় মতো হাসপাতালে নিয়ে না আসা এবং ওঝার বাড়িতে ঝাড়-ফুক করে সময় নষ্ট করা। ওঝার বাড়িতে ঝাড়-ফুক করে রোগীর যন্ত্রণা উপশম না হলে শেষ সময়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে দেশের সর্বত্র এন্টিভেনম পাওয়া যায়। শুধু প্রয়োজন সাপে কামড়ালে ওঝার বাড়িতে না নিয়ে সময় মতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু ঝিনাইদহের স্বাস্থ্য বিভাগ ওঝার মিথের কাছে পরাজিত হচ্ছে। মানুষকে কিছুতেই ওঝাগীরির বিশ্বাস থেকে সরানো যাচ্ছে না।

গত সপ্তাহের রবিবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল আওয়াল ও সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ কামরুজ্জামান ওঝাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও পুলিশকে নির্দেশনা দেন।

সাপে কামড়ালে ওঝাদের কাছে না নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার বিষয়ে

সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাইকিং করার প্রস্তাবনাও রাখা হয়। কিন্তু জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু ও সদর উপজেলায় ৩টি স্থানে সাপ নিয়ে ঝাপান খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন তাদের কোন বাধা প্রদান করেনি। পুলিশও এবিষয়ে অবগত নয় বলে জানিয়েছে।

উন্নয়ন সমন্বয় সভায় উচ্চবাচ্যের পর গত ১৪ ও ১৫ আগস্ট সদর উপজেলার বৈডাঙ্গা গ্রামে দুইদিন ব্যাপী ঝাপান খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই খেলার আয়োজন করে এই এলাকার প্রেম কুমারের নেতৃত্বে। গত ১৮ আগস্ট হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চিতলা পাড়ায় ঝাড়ান খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ গত ২১ আগস্ট সদর উপজেলার সাগান্না গ্রামে সাপের ওঝা তৈয়ব আলী ফকিরের আয়োজনে ঝাপান খেলা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার দর্শক এই খেলা দেখতে আসেন।

এদিকে দেশের বন্যপ্রাণি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী সাপ ধরা বা খেলা দেখানো একটি অপরাধ, কারণ এই আইনের অধীনে বন্যপ্রাণি সংগ্রহ, আটকে রাখা ও প্রদর্শনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। বন্যপ্রাণি আইন, ২০১২-এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী, সাপ একটি সংরক্ষিত প্রাণি এবং এর খেলা দেখানো বা প্রদর্শনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু এই আইনের বাস্তবে প্রয়োগ নেই।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০২২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ফলসি গ্রামের দুলাল বারী নামের এক বৃদ্ধকে সাপে কামড়ায়। পরিবারের লোকজন তাকে হাসপাতালে না নিয়ে ওঝার স্মরণাপন্ন হন। ওঝা মোবাইল কলের মাধ্যমেই ঝাড়-ফুক করে বিষ নামিয়ে দেওয়ার আশ্বস্থ করেন। শুধু রোগীকে ভাটির পাতা রস করে খাওয়াতে বলেন। ২২ সেপ্টেম্বর দুলাল বারী মারা যায়। ২০২৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের কোলা গ্রামের তুফান মন্ডল নামে এক সৌখিন সাপ পালনকারী পোষা সাপের কামড়ে মারা যান। গত ১০ মে শৈলকুপা উপজেলার খুলুমবাড়িয়া গ্রামের কাদের খন্দকার(৮০) নামের সাপের ওঝা সাপের কামড়ে মারা যান। তিনি তার পোষা সাপকে পানি পান করাতে গিয়ে দংশনের শিকার হন।

ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডাঃ কামরুজ্জামান বলেন, ওঝা সাপের বিষ নামাতে পারেন এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। সাপ অনেক সময় ড্রাই বাইট করে থাকে। তবে রোগীকে সাপে কামড়ানোর দুয়েক ঘন্টার মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিলে রোগীর মৃত্যুর শঙ্কা থাকে না।

ঝিনাইদহে সাপে কেটে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। অধিকাংশ রোগীকেই ওঝার বাড়িতে নিয়ে সময় নষ্ট করে শেষ সময়ে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। গত জেলা সমন্বয় সভায় ওঝাগীরী বন্ধে জেলা প্রশাসক মহোদয় ও আমি সকল ইউএনও, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও পুলিশকে ওঝাগীরিতে মানুষের বিশ্বাস তৈরি হয় এমন কর্মকান্ড রোধ করতে বলা হয়। কিন্তু তার পরেও দুই উপজেলায় জাপান খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। খুব দুঃজনক। সাপ একটি বিপজ্জনক বন্য প্রাণি।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনে আরাকে সদর উপজেলা এলাকার দুই জায়গায় অনুষ্ঠিত ঝাপান খেলার বিষয়ে জানতে চাইলে বৃহষ্পতিবার তিনি বলেন, আমার জানা ছিল না। এখনই ব্যবস্থা নিচ্ছি।

স্বেচ্ছায় সারাদেশে বিষধর সাপসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণি উদ্ধারের কাজ করেন বোরহান বিশ্বাস রোমন। তিনি বলেন, সাপে কাটার চিকিৎসা হাসপাতালে করানোর রীতির সাথে ঝাপান খেলা সাংঘর্ষিক। ঝাপান খেলা মানুষের ওঝার প্রতি মিথ্যা বিশ্বাস তৈরি করে। ঝাপান খেলা বন্ধ করা উচিৎ। এটা দেশের আইন অনুযায়ী একটি দন্ডনীয় অপরাধ। প্রশাসন চাইলে আইন অনুয়ায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন।

ঝিনাইদহে পাটের চেয়ে বেশি কদর পাটকাঠির

প্রাচীন কাল থেকে রান্নার জ্বালানি, ঘরের বেড়া, পান বরজের বেড়া ও ছাউনি তৈরিতে পাটকাঠির ব্যবহার হয়ে আসছে। এখন গৃহস্থালী সামগ্রী, বাহারী ওয়াল মেট, পার্টিক্যাল বোর্ডসহ বিভিন্ন সৌখিন সামগ্রী তৈরিতে পাটকাটি ব্যাপক হারে ব্যবহার হচ্ছে। পাটকাঠির বহুমুখী ব্যবহারের কারণে আগের তুলনায় এর কদর বেড়েছে কয়েক গুন।

এখন চাষিরা সোনালি আঁশের রুপার কাঠিতে আশার স্বপ্ন দেখছেন।

বর্তমানে বিভিন্ন পার্টিকেল বোর্ড তৈরি ছাড়াও বিভিন্ন কল কারখানায় পাটকাঠির ব্যবহার হচ্ছে। যার ফলে পাটকাঠির মূল্য ক্রমশ

বেড়েই চলেছে, এছাড়া ফটোকপির কালি তৈরিতেও এর ব্যবহার বেড়েছে বলে জানা যায়।

একসময় শুধুমাত্র জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হতো এই পাটকাঠি। সরেজমিনে দেখা যায় ঝিনাইদহ সদরের নবগঙ্গা, শৈলকুপার কুমার, গড়াই, ডাকুয়া কালীগঙ্গা, হরিণাকুণ্ডুর নবগঙ্গা, কুমার, কুমরল,ডাকুপার খাল, কাকল বিল, কাপাশাটিয়ার বওড়, কাইতপাড়া বাওড়, কালীগঞ্জের চিত্রা, ভৈরব, বেগবতি, কোটচাঁদপুরের চিত্রা, কপোতাক্ষ ও মহেশপুরের ভৈরব,বেতনা,ইছামতি, কোদলা, কপোতাক্ষ নদ, নস্তীর ও সস্তার বাওড়সহ বিভিন্ন বিল-খাল বেষ্টিত এই অঞ্চল ঘুরে দেখা যায়, রাস্তার দুপাশে বাশ দিয়ে আঁড়া তৈরী করে তার উপরে পাট ও পাটকাঠি শুকাচ্ছে কৃষকরা।

পাটের আশ ছুড়ানোর সময় কয়েক গুচ্ছ পাটকাঠি একত্রিত করে আটি বেঁধে শুকানোর জন্য দিয়ে দেওয়া হয়। আলাদা শ্রমিক দিয়ে পানির মধ্য থেকে সেই আটি তুলে চাষিরা আড়ায় শুকাতে দেয়।

ঝিনাইদহের হাটগোপালপুর, বিষয়খালী, ডাকবাংলা, শৈকুপার গাড়াগঞ্জ, দহকুলা, নিত্যানন্দপুর, হরিণাকুণ্ডুর কাপাশহাটিয়া বাওড়ের পাশে ঘুরে দেখা যায়, খাল-বিল ও নদীর ধার দিয়ে পুরুষের পাশাপাশি শত শত মহিলারা পাট থেকে আঁশ ছাড়াচ্ছেন। দিনশেষে তারা মুজুরি হিসেবে পাটকাঠি নিয়ে বাড়ি ফিরছেন।

এমনই এক নারী শ্রমিক আছিয়া খাতুনের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, বাড়িতে জ্বালানি সংকট ও পানের বরজে বেড়া দেবেন এজন্য তিনি পাটের আঁশ ছড়াতে এসেছেন, বিনিময়ে পাটকাঠি সংগ্রহ করছেন।

হাফেজা খাতুন নামের আরেক নারী বলেন, পাট কাঠি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানান কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এজন্য গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে পাটকাঠি সংগ্রহ করতে দেখা যায়। তাই তিনি পাট থেকে আঁশ ছাড়ানোর বিনিময়ে পাটকাঠি সংগ্রহ করতে এসেছেন।

বৈডাঙ্গা গ্রামের শহিদুল ইসলাম বলেন, আমি ৪ টি জাগ দিয়েছি সব জায়গায় পাটের আঁশ ছাড়াতে মহিলারা কাজ করছেন যাদের কাজের বিনিময়ে দেওয়া হবে পাটকাঠি। এতে করে পাট চাষে বিনিয়োগকৃত অর্থ অনেকটাই উঠে আসছে বলেও জানান তিনি। এছাড়া পান বরজের জন্য চড়া দামে পান চাষিরা কিনছেন পাটকাঠি।

পাটের আঁশ ছাড়াতে অর্থের বিপরীতে পাটকাঠি দিচ্ছেন কেন এমন পশ্নের

জবাবে বাদ পুকুরিয়া গ্রামের তোয়াজ আলী বলেন, পাট চাষের ব্যয় লাঘব করতে পাটের আঁশ ছাড়াতে আসা কৃষাণীদের অর্থ না দিয়ে পাটকাঠি দেওয়া হচ্ছে। সরেজমিনগিয়ে দেখা যায়, যেখানেই পাট জাগ দেওয়া হয়েছে সেখানেই ভিড় জমাচ্ছেন বিভিন্ন এলাকার গৃহিণীরা।

চেয়ে নিচ্ছেন পাট, ছাড়িয়ে দিচ্ছেন আঁশ বিনিময়ে নিচ্ছেন পাট কাঠি। দেখে মনে হচ্ছে, পাট কাঠি চাষিদের কাছে বোঝা হলেও তাদের গৃহিণীদের কাছে বেশ দামি।

এ বছর পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হওয়ায় নদী, খাল-বিলেই পাট জাগ দিয়ে পাটের রং ভালো হওয়ার পাশাপাশি পাটকাঠির মানও ভালো হয়েছে।

এদিকে, সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে পাটকাঠি ব্যবসায়ীরা চাষিদের কাছ থেকে স্বল্প মূল্যে পাটকাঠি ক্রয় করে ভ্যান যোগে পার্শ্ববর্তী শহরে নিয়ে বিক্রি করছেন চড়া দামে। এমনই একজন পাটকাঠি ব্যবসায়ী সাহেব আলী বলেন, এখন পাটকাঠি বিক্রির মৌসুম। তাই আমরা পাটচাষিদের কাছ থেকে ৫০-৬০ টাকা আটি দরে প্রতি আটি কিনে শহরে গিয়ে ১০০ থেকে ১৫০ টাকা করে বিক্রি করছি। এতে করে ভ্যানপ্রতি আমাদের ২ থেকে ৩হাজার টাকা আয় হয়।

ঝিনাইদহ জেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এবছর জেলার ৬টি উপজেলায় ২০,২২৯ হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ করা হয়েছে। গত বছরে ২১৪৪৬ হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ করা হয়েছিল। পচাঁনোর সময় ভোগান্তি, শ্রমের মূল্য অধিক এবং ভালো দাম না পাওয়া এবং রোগের আক্রমণে নিরুৎসাহিত হয়ে এবছর ১২১৭ হেক্টর কম জমিতে আবাদ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় গতবছর ৫০৬২ হেক্টর জমিতে আবাদ করা হয়েছিল এবার ৪৮১০ হেক্টর জমিতে আবাদ করা হয়েছে। শৈলকুপায় গতবছর ৮৪৭৭ হেক্টর জমিতে, এবছর ৭৭৯৮ হেক্টর জমিতে, কালীগঞ্জ উপজেলায় গতবছর ৭১০ হেক্টর এবছর ৬৬৫ হেক্টর জমিতে, কোটচাঁদপুরে গতবছর ৪১৫ হেক্টর এবছর ৩৫৪ হেক্টর জমিতে, মহেশপুরে গতবছর ৪০৭০ হেক্টর জমিতে এবছর ৩৮৯০ হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ করা হয়েছে। তবে হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় গত বছর ও এই বছর সমান ২৭১২ হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ করা হয়েছে।

এবছর ফলন ভাল হয়েছে হেক্টর প্রতি ১৫ বেল পাট উৎপাদন হয়েছে বলে জানান চাষিরা। পাটকাঠির এত চাহিদা কারণ কি -এমন প্রশ্নের জবাবে কৃষিবিদ ষষ্টি চন্দ্র রায় বলেন, পাট এমন একটি কৃষিপণ্য যার

কোনো অংশই অব্যবহার্য থাকে না।

তাই পাটচাষ বৃদ্ধি পেলে পাটকাঠি অবশ্যই কৃষকদের বিনিয়োগকৃত অর্থ উপার্জন পূর্বক অতিরিক্ত অর্থ আয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস হতে পারে।

কৃষি অধিদপ্তর ঝিনাইদহের উপপরিচালক কৃষিবিদ ষষ্টি চন্দ্র রায় বলেন, পাট চাষিদের জন্য একটি অর্থকরি ফসল এবছর পাটের রং ভাল আসছে এবং যেখানে সেখানে পানি থাকায় কৃষকরা সহজেই পাট জাগ দিতে পারছে। পাটের আঁশের সঙ্গে পাটকাঠিও কৃষকদের আর্থিক সুবিধা দিতে পারে। এ ছাড়াও পাটকাঠি আর্থিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কৃষকদের নানাবিধ কাজে লাগে। তাই পাট জাগ দেওয়ার ব্যাপারে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত পাটের রং ও পাটকাঠির মানের বিষয়ে নজর রাখা প্রয়োজন।

ঝিনাইদহে স্বামীর পরকীয়ার প্রতিবাদে স্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন

পরকীয়ার পরবর্তী সময়ে বিবাহ করে স্ত্রীসহ সন্তানদের নির্যাতন করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ায় স্বামীর বিরুদ্ধে সন্তানসহ স্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন।

সোমবার বেলা ১২টার সময় ঝিনাইদহ জেলা প্রেস ইউনিটির কার্যালয়ে ভুক্তভোগী সন্তানসহ স্ত্রী লিখিত অভিযোগপত্র পাঠ করে সংবাদ সম্মেলন করেন।

স্ত্রী সোনিয়া সুলতানা (৩৪), পিতা আসলাম গাজী, মাতা সাজেদা বেগম, গ্রাম আশাশুনি পৌরসভা ৬নং ওয়ার্ড, সাতক্ষীরা।

বিগত ২০১১ সালে গার্মেন্টসে কাজের সন্ধানে ঢাকার আশুলিয়ায় যান। গার্মেন্টসে কাজ করার সময় মানিকগঞ্জের মোঃ রতন শিকদার, পিতা মৃত এলাহী, মাতা খোদেজা-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। এরপর দুই পরিবারের সম্মতিতে একই বছরের ১৫ মার্চ সাভারের নবীনগরে স্থানীয় এক কাজী

অফিসে গিয়ে আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

বিবাহের পর থেকে আমাদের সংসার জীবন সুখময় কাটতে থাকে। আমরা দুজন গার্মেন্টসে চাকরি করে সেই অর্থ দিয়ে সাভারের তৈয়বপুর গ্রামে, ডাকঘর জিরাবো, ১৩৪১ সাভার, ঢাকায় স্বামীর নামে জমি ক্রয় করে সরল বিশ্বাসে সেখানে একটি বাসা বাড়ি করি। সংসার জীবনে প্রথমে একটি কন্যা সন্তান জন্ম হয় মরিয়ম, যার বর্তমান বয়স ১৩ বছর। এরপর দ্বিতীয় পুত্র সন্তান তানজিল, যার বর্তমান বয়স ৯ বছর। তৃতীয় সন্তান মেয়ে জন্মের কয়েক দিন পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

এই সোনার সংসারে বরিশালের জান্নাত নামে এক মেয়ের পরকীয়ায় পড়ে আমার স্বামী রতন শিকদার। পরকীয়ার জেরে সংসারে নেমে আসে আমার ও আমার সন্তানদের উপর নির্যাতনের ইস্টিমরোলার। পরকীয়ার জেরে জান্নাত নামের সেই মেয়েকে বিবাহ করে। বিবাহের পর জান্নাতকে পাঠিয়ে দেয় জর্ডান নামক দেশে। এবার নির্যাতনের তীব্রতা শুরু হয় আরও যন্ত্রণাদায়কভাবে। শেষ পর্যন্ত প্রায় বিবাহযোগ্য মেয়ে ও ছেলেসহ আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

আমি এখন কোথায় যাব? সারাজীবন কষ্টে অর্জিত অর্থ দিয়ে যে বাড়ি বানিয়েছিলাম স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে, সেটাও আমাকে বঞ্চিত করল আমার স্বামী রতন শিকদার। আমি আমার সেই সোনার সংসার ফিরে পেতে এবং সন্তানদের কল্যাণে তাদের নিয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছি। বর্তমানে আমি ঝিনাইদহ শহরে সন্তানদের নিয়ে মামার বাড়িতে অবস্থান করছি।

কন্যা সন্তান মরিয়মের কাছে জানতে চাইলে ক্রন্দনরত অবস্থায় বলেন, আমরা পিতার কাছে আমার মাকে নিয়ে আগের মতো করে বাঁচতে চাই। আমরা কী অপরাধ করেছি? আমাদের বাবা-মাকে একসাথে সংসার জীবনে দেখতে চাই।

ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক

ও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আশফাক মাহমুদ জন ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও বর্তমান জেলা আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক শাকিল আহমেদকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকালের দিকে ঢাকার পান্থপথের একটি চায়ের দোকান থেকে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল তাদের গ্রেপ্তার করে। ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, যুবলীগ নেতা আশফাক মাহমুদ জন ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাকিল আহমেদকে একসঙ্গে একই স্থান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

উল্লেখ গত ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে তারা দুইজনই পলাতক ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ সদর থানায় শিবির কর্মী ইবনুল পারভেজ হত্যা মামলা ও গতবছরের ৪ আগস্ট বিএনপি কার্যালয় ও জেলা বিএনপি’র সভাপতির বাসায় হামালা ও অগ্নিসংযোগ মামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। তিনি আরও বলেন তাদেরকে আইনি প্রক্রিয়ায় কোর্টে হস্তান্তর করা হবে।

ঝিনাইদহে আদালত চত্বরে ছুরিকাঘাতে আহত মঞ্জুরের মৃত্যু

ঝিনাইদহ পৌর এলাকায় মাত্র ২০ টাকা ধার পরিশোধ নিয়ে ঝগড়ার জেরে ছুরিকাঘাতে আহত মোঃ মঞ্জুর বিশ্বাস (৩৮) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। মঞ্জুর বিশ্বাস ঝিনাইদহ পৌরসভার লক্ষ্মীকোল গ্রামের মৃত ইয়াকুব বিশ্বাসের ছেলে।

এদিকে এই মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে মঞ্জুরের স্বজনেরা অভিযুক্ত ছুরিকাঘাতকারী শাহ আলমের বাড়িতে সামান্য ভাঙচুর, লুটপাট ও বিচালীর গাদায় অগ্নিসংযোগ করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গতকাল দুপুর থেকে শাহ আলমের বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। শাহ আলম ঝিনাইদহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পাড়ার বাসিন্দা।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, শাহ আলমের ছোট ভাই আবিরের কাছ থেকে ২০ টাকা ধার নেন নিহত মঞ্জুরের ছেলে রিফাত। সেই টাকা পরিশোধ না করায় গত ১১ আগস্ট রিফাতের বাইসাইকেল কেড়ে নেন আবির। এ ঘটনা মীমাংসার জন্য গত ১৩ আগস্ট আদালত চত্বরে একটি চায়ের দোকানের সামনে শাহ আলমকে ডেকে আনেন মঞ্জুর ও তাঁর পক্ষের লোকজন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এ সময় কয়েকজন মিলে শাহ আলমকে মারধর করেন। তখন শাহ আলম তাদের হাত থেকে ছুটে গিয়ে ফিরে এসে পকেট থেকে গিয়ার (ছুরি) বের করে মঞ্জুরের পিঠে আঘাত করে পালিয়ে যান।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সাব ইন্সপেক্টর রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘এই মামলায় গত ১৯ আগস্ট তিন আসামিই আত্মসমর্পণ করেন। বিজ্ঞ আদালত শাহ আলমকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং বাকি আসামিদের জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন।’

শাহ আলমের স্ত্রী রিপা খাতুন বলেন, ‘১৩ তারিখে কোর্টের মধ্যে মঞ্জুররা আমার স্বামীকে মারধর করে। এ সময় আমার স্বামী শাহ আলম ছুরিকাঘাত করে। এই বিষয়ে মামলা হলে আমরা পরিবারের লোকজন আমার স্বামীকে বুঝিয়ে কোর্টে সারেন্ডার করায়। আজ দুপুর বেলা মঞ্জুর হাসপাতালে মারা যাওয়ার পরে মঞ্জুরের পরিবারের লোকজন এসে আমাদের বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।’

এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা গেছে যে এই শাহ আলমের পরিবার দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী প্রকৃতির। শহরের বিভিন্ন প্রকার চুরি ডাকাতি ছিনতাই কাজের সাথে তার পরিবার জড়িত। শাহ আলমের বাবা আলী কদর একজন ডাকাত ছিল জানা যায় এবং সে অনেক অপকর্ম এখনো করে বেড়ায়। শাহ

আলম, আলী কদর এরা মিলে চোর ছিনতাই এবং ডাকাতির বড় সেন্টিগেট গড়ে তুলেছে। ঝিনাইদহ শহর ও আশেপাশের বিভিন্ন চূরি ছিনতাই কর্মের মালামাল এই শাহ আলমদের বাড়িতেই থাকে এবং এখানেই ভাগাভাগি হয় বলে অনেকেই জানিয়েছে। এর আগেও শাহ আলমের বাবা ব্যাপারীপাড়ার একজনের রাস্তার উপর ছুরি দিয়ে মেরেছিল। বিভিন্ন জায়গা থেকে গরু চুরি করে সেই গরু হাটে উঠিয়ে নকল হাসিল তৈরি করে অন্যত্র গরু বিক্রয়ের ঘটনা শাহা আলমের রয়েছে। এই এলাকার লোক এদের ভয়ে সামনে কেউ কথা বলতে সাহস পায় না।

৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের পরে প্রায় ৫০ জনের কাছ থেকে এই শাহ আলম জোর করে চাঁদা আদায় করেছে। এরকম অপকর্ম করার কারণে তার নামে পূর্বে যে মামলা হয়েছিল সেই মামলা কে রাজনৈতিক মামলা হিসেবে চালিয়েছে। এলাকাবাসী জানায় এদের পুরো পরিবারই সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি সহ বিভিন্ন প্রকার অপকর্মের সাথে জড়িত। ৫আগস্ট রাতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সামনে থেকে একটি কম্পিউটারের দোকান লুটপাট করে এই শাহ আলমের নেতৃত্বে। বর্তমানে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এই শাহ আলমের পরিবার। এর পিছনে রয়েছে ঝিনাইদহের বর্তমানের বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা। যেটা অনুসন্ধান করলে বেরিয়ে আসবে। কার ছত্রছোয়ায় শাহ আলমরা এই অপকর্ম দিনের পর দিন চালিয়ে যাচ্ছে? শাহ আলমের ভাই ইমরান বিএনপির একজন নেতা বলে জানা গেছে। শাহ আলমের পরিবারের ভয়ে ঝিনাইদহ কোট পাড়ার অনেকে এখনো বাড়ি ছাড়া।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঞ্জুরের মত্যু হয়েছে। প্রধান আসামি শাহ আলম সারেন্ডার করে কারাগারে রয়েছে। দুপুরে মঞ্জুরের বিক্ষুব্ধ স্বজনেরা শাহ আলমের বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তখন থেকেই সেখানে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।’

ঝিনাইদহে পুরাতন মোটরসাইকেল

ব্যবসায়ী মালিক সমিতির আহ্বায়ক কমিটি গঠন

ঝিনাইদহে পুরাতন মোটরসাইকেল ব্যবসায়ী মালিক সমিতি জেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের জোহান ড্রিম ভ্যালি পার্কে আয়োজিত আলোচনা সভায় এ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আবুল কাশেম। তিনি ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সংগঠনের মাধ্যমে ব্যবসার মানোন্নয়নসহ ব্যবসায়ীদের অধিকার রক্ষায় কাজ করতে হবে।

পরে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে আহ্বায়ক করা হয় আবুল কাশেমকে। সদস্য সচিব করা হয় মিজানুর রহমান তোতাকে।

যুগ্ম আহ্বায়করা হলেন সনজিত কর্মকার, সোহেল রানা, আলমগীর, লিটন, মাসুদ রানা, সিরাজুল, মনোয়ার ও সজীব।

সদস্যরা হলেন তাপস কুণ্ডু, মিন্টু, রাশেদুল ইসলাম রাশেদ, শাকিল, মামুন, সুমন সাহা, আলমগীর, আক্কাস, সেলিম, রুবেল, নায়েব ও শাহাজান।
উপদেষ্টা করা হয়েছে শহীদ ও নাজিম আহমেদ রঞ্জুকে।

কমিটি ঘোষণা করেন উপদেষ্টা নাজিম আহমেদ রঞ্জু। নবগঠিত এ কমিটি ঝিনাইদহের ব্যবসায়ীদের অধিকার রক্ষা ও জেলার ব্যবসা-বাণিজ্যের মানোন্নয়নে কাজ করবে বলে আশা করা হয়।